গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
সরকারী পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.legislativediv.gov.bd

বিষয়ঃ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের অনুষ্ঠিত এপিএ সভার কার্যবিবরণী।

২১ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ, রোজ-সোমবার, বেলা-১১:০০ ঘটিকায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এবং এপিএ টীমের প্রধানের সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তরে এপিএ টীমের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধিদর উপস্থিতির তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সংযুক্ত করা হলা।

১.১ সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য সহকারী সচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা) জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়াকে আহবান জানান। এ পর্যায়ে তিনি সভাকে জানান যে, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রণয়নপূর্বক ইতোপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতঃ উহা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। প্রণীত চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদে সম্পাদিতব্য কার্যক্রমের বিপরীতে ধার্য্যকৃত পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্যে কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে করণীয় কার্যক্রম নির্ধারণ সম্পর্কে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অদ্যকার সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১.২ তিনি আরো জনান, বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করতঃ নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং যথারীতি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে উহা আপলোড করা হযেছে। এ চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কার্যক্রমকে পদ্ধতি নির্ভর থেকে ফলাফল নির্ভর করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এ পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বিক কর্মসম্পাদনের নিরপেক্ষ ও নৈবত্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ সপ্তপঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ণার্থে সহযোগী হিসেবে যোগসূত্র স্থাপন করে এমন বিষয়সমূহের উল্লেখে যেমন-রূপকল্প, অভিষ্ট লক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল, প্রভাব, লক্ষ্যমাত্রা, কর্মসম্পাদন সূচক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, পরিমাপ পদ্ধতি, সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, সম্পাদন প্রক্রিয়া, সময়সূচি, দাখিল প্রক্রিয়া ও বৎসরান্তে মূল্যায়নের উদাহরণসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত চুক্তির গর্ভে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনসহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমনঃ-

(ক) **সিটিজেনস চার্টার প্রণয়নঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে এ বিভাগের সিটিজেনস চার্টার প্রণয়নপূর্বক যথাযথভাবে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

(খ) <u>ইনোভেশন টিম গঠন:</u> মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুসারে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

(গ) <u>শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ</u> লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নপূর্বক ইতোপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রেরণ করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় নিয়মিত কোয়ার্টার ভিত্তিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

(ঘ) <u>অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বাস্তবায়নঃ</u> অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) এর মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিভুক্ত বিধায় উহা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) <u>চুক্তির অধীন সম্পাদিত কার্যক্রমঃ</u> চুক্তির অধীন বাস্তবায়িত ও গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ উপরিউক্ত বিষয়সমূহের গুরুত্ব অনুধাবনে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তিতে বিধৃত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে ইনোভেশন টিম গঠন, জিআরএসপি ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, তথ্য অধিকার ও স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বাজেট শাখাসহ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা গঠন, সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন, তথ্য প্রকাশি নির্দেশনা প্রণয়ন, সেবার মান সহজীকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ ই-সেবা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) <u>মূল্যায়ন ভিত্তিতে প্রাপ্ত পয়েন্টঃ</u> লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে বিধৃত ওয়েট অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রকৃত বাস্তবায়নের বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ বিভাগ কর্তৃক অর্জিত নম্বর হলো-৯৫.৪, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্জিত নম্বর হলো-৯২ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯০.৪, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৮৯.০০ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রাথমিকভাবে অর্জিত নম্বর- ৯৪.৭।

২.০০। এ পর্যায়ে যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এবং এপিএ টীম প্রধান জনাব কাজী আরিফুজ্জামান সভাকে জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বিধৃত সূচকের বিপরীতে করণীয় কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়নে ধীরগতি সম্পন্ন কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তরকে যথাসময়ে সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে সভায় উপস্থিত এপিএ টীমের সকলেই একমত পোষণ করেন।

২.০১। যুগ্মসচিব(বাজেট) এবং এপিএ টীমের সদস্য জানান যে, চুক্তিতে উল্লেখিত যে সকল সূচকে বিগত বৎসরে নম্বর পাওয়া যায়নি সে বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যায়ে উপসচিব (প্রশাসন) এবং এপিএ টীমের সদস্য জনাব আবদুল হালিম সভাকে অবহিত করেন যে, দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোডের সর্বোত্তম ব্যবহার এ বিভাগে চালু করা হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেরে গোচরে আনতে হবে।

৩.০০ সিদ্ধান্ত ঃ

সভায় সামগ্রিক আলোচনা এবং উপস্থিত সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যথাঃ

১। এ বিভাগের সকল দপ্তরে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সম্ভব এমন সকল নথিসমূহ ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২। এ বিভাগের সকল শাখায় নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যমান নথিসমূহের শ্রেণীবিন্যাস তালিকা প্রণয়ন করতে হবে;

৩। এ বিভাগের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪। পিআরএল, ছুটি নগদায়ন এবং বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং

৫। সেবা সহজিকরণ, ইনোভেশন আইডিয়া, নতুন ডিজিটাল সেবা চালু ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলাচ্যসূচী না থাকায় যুগ্মসচিব মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।

(কাজী আরিফুজ্জামান)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
এবং
এপিএ টীম প্রধান
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।